The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 145 - 154)
Published in November 2024

ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক বিন্যাস (১৭৯৩-১৯৪৭): কিছু পর্যবেক্ষণ

ড. রওশন আরা আফরোজ *

[**প্রতিপাদ্যসার:** আঠারো শতকের ষাটের দশকে বাংলার নতুন শাসক হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার অবনতি ঘটায়, তেমনি কোম্পানির ব্যবসায়িক ও রাজস্বনীতিসহ এ দেশের সার্বিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধন করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ প্রশাসন মোগলদের সুবা, সরকার ও পরগণার ধারণাগুলোকে গ্রহণ করে। ব্রিটিশদের এই প্রশাসনিক পুনর্গঠনে বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা সদর দপ্তরগুলো সমস্ত প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক কাজ গতিশীল করার জন্য নতুন প্রশাসনিক ইউনিট গঠন ও পুরাতন প্রশাসনিক ইউনিটের পুনর্বিন্যাস করে। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক বিন্যাস এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রের পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।]

ব্রিটিশ আমলে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা উপনিবেশিক শাসকরা গড়ে তুলেছিলেন তার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়সহ প্রশাসনিক কাজকে গতিশীল করা। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনার জন্য ১৭৯৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় পর্যন্ত অধিক্ষেত্রগুলোর নানা রদবদল হয়েছে। এই পরিবর্তনে বিভাগের তেমন রূপান্তর না হলেও জেলা ও ক্ষুদ্র ইউনিট হিসেবে মহকুমার যথেষ্টই হ্রাস-বৃদ্ধি ও অবস্থান্তর ঘটেছে। এখানে লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর আধুনিক জেলা প্রথা সৃষ্টির সময় থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিকালে পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক বিন্যাসের পরির্তনশীল চিত্রটি তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যেখানে এর প্রশাসনিক গতিশীলতাই প্রকাশ পেয়েছে। উপাদান হিসেবে প্রাথমিক উপাত্ত- জনশুমারি রিপোর্ট, District Gazetteers, Statistical Account, Administrative Report; দ্বৈতয়িক উপাত্ত- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্রিটিশ সৃষ্ট জেলাগুলোতে ১৭৬৯ সালে ইংরেজ 'সুপারভাইজার' নিয়োগ দেয়া হয়। ১৭৭২ সালে এদের পদবি হয় 'কালেক্টর' যা ১৭৮৬ সালে জেলা প্রশাসনে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। লর্ড কর্নওয়ালিশ জেলা প্রশাসনকে পুনর্বিন্যস্ত করে ২৩ টি করেছিলেন। তাঁর আমলেই আধুনিক জেলা প্রথার সৃষ্টি হয় বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যা ১৭৯৩ সাল ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রত্যেক জেলা সদর দপ্তরের ৪-৬ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে গড়ে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি জনগণ বসবাস করত। ১৮২৯ সালে সৃষ্ট ডিভিশনকে মাঠ পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ধরা হতো। আর প্রত্যেকটি জেলা কতগুলো মহকুমা (সাব-ডিভিশন) নিয়ে গঠিত ছিল। জন পিটার গ্রান্ট ১৮৪৫ সালে প্রত্যেক জেলাকে আরো ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট 'মহকুমা'য় বিভক্ত করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের ৩৪টি মহকুমার মধ্যে যশোহর জেলার খুলনা ছিল ব্রিটিশ সৃষ্ট প্রথম মহকুমা। মহকুমা সদর দপ্তরগুলোর আয়তন ছিল প্রায় ৩.৫ বর্গমাইল এবং এসব স্থানে গড়ে ১০-১২ হাজার লোক বাস করত। প্রত্যেকটি মহকুমা কতগুলো 'থানা' বা 'পরগণা'য় বিভক্ত ছিল। এখানে একটি সার্কেল অফিসার ও রাজস্ব সংগ্রাহক-এর কার্যালয় এবং পুলিশ ক্যাম্প

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

থাকত (Muhit 5)। ১৭৯৩ সালে বাংলার জেলাগুলো হলো-বর্ধমান, বীরভূম, মেদেনীপুর, ২৪-পরগণা, কলকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ (ইসলাম ১৬২)। আর ব্রিটিশ বাংলায় ১৯৪১ সালে পাঁচটি বিভাগ (ডিভিশন), আটাশটি জেলা ও তিরাশিটি মহকুমা (সাব-ডিভিশন) সদরদপ্তর ছিল (*Census of India*, 56-71)। প্রায় দেড়'শ বছরে পূর্ব বাংলা অংশে জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন সৃষ্ট মহকুমা প্রশাসনিক সীমানার পরিবৃদ্ধি করে। পূর্ব বাংলা অংশের প্রধান প্রশাসনিককেন্দ্র ছিল ঢাকা।

১৯০৫ সালে প্রধানত প্রশাসনিক কারণে বঙ্গ বিভাগের ফলে ঢাকা 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় (Molla 26-56)। বঙ্গবিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১ সাল) করতে বাধ্য হয়েছিলেন (মামুন ৩১)। সম্প্রদায়িক মানসিকতার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে বাংলা আবার বিভক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিকালে পূর্ব বাংলা অংশে পড়েছিল ১৬টি জেলা। এর মধ্যে অখণ্ড বা প্রায় অখণ্ডরূপে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের যে জেলাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা হলো- ১. ঢাকা, ২. বাকেরগঞ্জ, ৩. ফরিদপুর, ৪. ময়মনসিংহ, ৫. চট্টগ্রাম, ৬. নোয়াখালী, ৭. ত্রিপুরা (কুমিল্লা), ৮. পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, ৯. রাজশাহী, ১০. পাবনা, ১১. বগুড়া, ১২. রংপুর ও ১৩. খুলনা। খণ্ডিতরূপে অঙ্গীভূত হয়েছিল- ১৪. যশোহর, ১৫. দিনাজপুর এবং ১৬. 'গণভোট' (Referendum)- এর মাধ্যমে সিলেট (*Report on the Administration of Civil Justice* 1)। ১৮৬০ সালের ১ আগস্ট ২২ নং আইন বলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' জেলা গঠন হয়েছিল। যদিও তখন পর্যন্ত জেলার সীমানা সুনির্দিষ্ট হয়নি (*Bengladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts* 29)। এছাড়া নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছিল কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া ছিল নদীয়া জেলার একটি মহকুমা। জেলাটি সৃষ্টি হয়েছিল নদীয়া জেলা ভেঙ্গে এবং এর কয়েকটি মহকুমার সমন্বয়ে। এটি সহ জেলা হয় মোট ১৭টি। অবশ্য ভারত বিভক্তির পরে ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলা সরকারের পক্ষে 'Bureau of Commercial and Industrial Intelligence, East Bengal, Dacca' কর্তৃক 'Statistical Abstract for Districts in East Bengal' শীর্ষক যে তথ্যপুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও লক্ষ করা যায়, পূর্ব বাংলায় তখন জেলা ছিল ১৬টি (ইসলাম ১৭৬)। কাজী আজহার আলী তাঁর গবেষণায় বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলা তিনটি বিভাগসহ সতেরোটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় (আলী ২৪)। ব্রিটিশ আমলের শুরুতে যদিও একটা সময় পর্যন্ত কলকাতা ছিল অবিভক্ত ভারতের রাজধানী কিন্তু ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় দিল্লীতে। অপরদিকে ১৯০৫-১৯১১ ও ১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্তান আমলে ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হয়ে টিকে ছিল যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী।

এক

রাজনৈতিক গুরুত্বই ছিল মূলত ঢাকার উত্থানের প্রধান কারণ। এই রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভের আগে ঢাকা সীমিত সামরিক ক্ষমতা এবং ব্যবসা ও প্রশাসনিককেন্দ্র ছাড়া আর কিছু ছিল না (Khatun 634-636)। প্রকৃতপক্ষে, সুবাদারের বাসস্থানই ছিল মোগল ঢাকার বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্গের পশ্চিমদিকে সুবাদারের বাসস্থানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে নানা সরকারি প্রশাসনিক ভবন এবং তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসস্থান- দেওয়ানবাজার, বখশীবাজার, মোগলটুলী, কায়েতটুলী এ ধরনের অনেক বসতি এলাকা। দূর্গের পূর্বদিকে যা ছিল পুরনো বসতি, সেখানে নতুন নতুন বাজার গড়ে উঠলো আর গড়ে উঠলো বিভিন্ন কুটির শিল্পী ও কারিগরদের বিশেষ এলাকা- যেমন: বাংলাবাজার, পাটুয়াটুলী, শাঁখারীবাজার এবং তাঁতিবাজার। উত্তর দিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু

সমতলভূমিগুলো স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, অভিজাত পরিবার ও বড় ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। আরো উত্তরে তেজগাঁও এলাকায় ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো তাঁদের কুঠিসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে (১৭০৪-০৭ সালে) স্থানান্তরিত হওয়ায় এর গুরুত্ব ও গৌরব অনেকখানি ম্লান হয়ে যায় (Karim 17-32)। আঠারো শতকের মধ্য ভাগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ঢাকার প্রশাসনিক ইতিহাস হলো ক্ষয়িষ্ণু ঢাকার ইতিহাস। পলাশির যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ১৭৬৫ সালে এ দেশের দেওয়ানি ভার গ্রহণ করে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরিত করে। এইভাবে কলকাতা রূপ নিল দেশের নতুন রাজধানীতে। মুর্শিদাবাদ ভেঙ্গে পড়ল, আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এতোদিন ধরে গড়ে উঠা ঢাকা।

উনিশ শতকে পুনরায় বুড়িগঙ্গার কোল ঘেঁষে নতুনভাবে ঢাকার উত্থান শুরু হয়। ঢাকার এই উত্থানের পেছনে যেসব কারণ ছিল তার মধ্যে প্রথম হলো ঢাকার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান। পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রে ঢাকার অবস্থান হওয়ায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে পূর্ব বাংলার কৃষি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। কারণ তখন পূর্ব বাংলার মতো এতো ভাল পাট আর কোথাও জন্মাত না। সেই বাণিজ্যের প্রয়োজনে পূর্ব বাংলার গুরুত্ব প্রায় রাতারাতি বৃদ্ধি পেল। ঢাকাকেন্দ্রিক বাণিজ্য বিশ্ব বাণিজ্যের মর্যাদায় পৌঁছায়। এর ফলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা ঢাকায় আসা শুরু করে (ইংরেজ, স্কটিশ, আরমেনিয়ান, হিন্দুস্থানী আর মাড়োয়ারী)। নতুন করে শুরু হয় ঢাকায় বৃহৎ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড। বিশ্ব বাজারে পাটের প্রয়োজন এইভাবে ঢাকাকে দিল নতুন জীবন। প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভিত্তি করে ঢাকা আবার ঘুরে দাঁড়াল (আহমেদ ৩৬)। ১৯০৩-১৯০৫ পর্যন্ত স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার (Sir Andrew Frazer) ঢাকার লেঃ গভর্নর ছিলেন (Lieut. Governor)। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর নতুন প্রদেশ পূর্ব বাংলা ও আসামের যাত্রা শুরু হলে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হয়। স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller) নতুন প্রদেশের লেঃ গভর্নর হন (*East Pakistan District Gazetteers: Dacca* 72; Molla 2-56)। রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে তখন গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়। সরকারি কর্মচারীদের বাসভবন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ভবনগুলো নির্মিত হয়। রমনা ও তেজগাঁও এলাকা এসময় সমৃদ্ধি লাভ করে। কার্জন হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ছাত্রাবাস, ঢাকা হল, লাট ভবন, সচিবালয় ভবন, ছাপাখানা ভবন প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন (গেডেডস ১৭)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। তেজগাঁও ও মতিঝিল কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে, জিন্নাহ এভিনিউ ও স্টেডিয়াম মার্কেট প্রধান বিপণী কেন্দ্রে, শান্তিনগর, রাজারবাগ এবং ইস্কাটন অভিজাত এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে। আর মধ্যবিত্তের আবাসিক এলাকা ছিল মালিবাগ। এই বিস্তৃত এলাকার পশ্চিমে মোহাম্মদপুর এলাকা, উত্তরে তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে খিলগাঁও ও কমলাপুর এবং পূর্বে দিয়াগঞ্জ ও পোস্তগালা (Dani 8-10)। কারণ উন্নয়নশীল এ এলাকাগুলো মধ্যশ্রেণির আয়ের সাথে মানানসই জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। যা অভিজাত এলাকায় সম্ভব ছিল না।

ঢাকা বিভাগের একটি জেলা ছিল ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ জেলাকেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি মহকুমা গড়ে উঠেছিল। ১৯৪১ সালের জনশুমারির তথ্যানুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সমস্ত জেলার মধ্যে ৫,০০০ বর্গমাইলের বেশি আয়তনের যেসব জেলা ছিল তার মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং পূর্ব বাংলার একমাত্র জেলা ছিল ময়মনসিংহ (৬,১৫৬ বর্গমাইল) (*Census of India*, 62-71)।তবে লক্ষণীয় যে, প্রথম জনশুমারির সময়ে (১৮৭২) পূর্ব বাংলার একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার আয়তন ছিল ময়মনসিংহের চেয়ে বেশি। কিন্তু ১৯৫১ সালের জনশুমারিকালে ময়মনসিংহ জেলার আয়তন ৬,২৩০ বর্গমাইল ছিল (*Census of Pakistan*, 1: 4)। নাসিরাবাদে (ময়মনসিংহ) এ জেলার হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় ১৭৮৬ সালে। ১৮৪৫ সালে জামালপুর মহকুমা, ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ

মহকুমা সৃষ্টি হয়। ১৮৭২ সালে ময়মনসিংহ জেলার চারটি মহকুমা ছিল- সদর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও আটিয়া (টাঙ্গাইল)। পরবর্তীতে নেত্রকোনা (১৮৮১-৮২) মহকুমা হলেও তা সেসময় সদর মহকুমার এলাকাভুক্ত ছিল। আটিয়া মহকুমা ও তার হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় ১৮৬৯ সালে। তার পূর্ব পর্যন্ত আটিয়া মহকুমা জামালপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জামালপুর মহকুমা স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র জেলা নাসিরাবাদ হতে শাসিত হতো (Hunter vol. v: 474-476)। আর বৃহত্তর বরিশাল জেলার পূর্ব নাম ছিল বাকেরগঞ্জ। ১৭৯৭ সালের রেগুলেশন (vii) এর আওতায় বাকেরগঞ্জ একটি পৃথক জেলায় পরিণত হয়। ১৮১৭ পর্যন্ত এটি ঢাকা কালেক্টরের আওতাধীনে ছিল কিন্তু এর নিজস্ব বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিল (*Population Census of Pakistan: Bakerganj* I-9)। নদী ভাঙনের কারণে এবং অধিকতর ভৌগোলিক সুবিধা পাওয়া যাবে বিবেচনায় দুটি দপ্তরই ১৭৯২ সালের দিকে নদীর সঙ্গমস্থল বাকেরগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছিল (বাকেরগঞ্জ তুলনামূলকভাবে জেলার অনেকটা মধ্য স্থানে অবস্থিত ছিল)। অবশ্য তখন এর বাণিজ্যিক খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট (ভূইয়া ২৫৮)। দক্ষিণ শাহবাজপুর আগে বাকেরগঞ্জেরই অংশ ছিল। ১৮২২ সালে বাকেরগঞ্জ থেকে এটিকে আলাদা করে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল নোয়াখালীর সঙ্গে। ১৯৩১ সালে প্রথম দক্ষিণ শাহবাজপুর মহকুমা ভোলা নামে পরিচিত হয় (*Census of India*, 263-264)। এ অবস্থা ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ অবধি একই ছিল (৪টি)।

ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা প্রাচীন বাংলার অংশ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বের গতিপথ এবং ভাগিরথী নদীর মধ্যবর্তী পদ্মা নদীর দক্ষিণাংশে এই অঞ্চল অবস্থিত। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি যখন দিওয়ানি লাভ করে তখন ফরিদপুর জেলা কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসনের অধীনে চলে যায়। ১৭৯৩ সালে স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ যশোহর জেলার সাথে এবং ফরিদপুরের অবশিষ্ট অংশ ঢাকা-জামালপুর, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ (সদরদপ্তর ঢাকা)-এ যুক্ত হয়। ১৭৯৭ সালে আবার বাকেরগঞ্জকে আলাদা করা হয়। ঢাকা-জামালপুরের সদরদপ্তর ফরিদপুর শহরে স্থানান্তর করা হয়। আর ঢাকা শহরকে বর্তমান ঢাকা জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। নতুন ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যশোরের একটি অংশ যুক্ত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসনিক স্তর হিসেবে ফরিদপুর জেলা বা কালেক্টরশিপ স্থাপিত হয়েছিল ১৮১১ সালে। ১৮৫০ সালে ফরিদপুরের প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। ১৮৫৯ সালে এর আয়তন ছিল ১,৩১২ বর্গমাইল। এসময় মানিকগঞ্জ মহকুমাকে ঢাকা জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা সৃষ্টি করা হয় (ভূইয়া ৮-৯)। ১৮৭২ সালের ফরিদপুর জেলা মাত্র দুটো মহকুমায় বিভক্ত ছিল (*Census of Bengal* xv)। ১৮৫৪ সাল নাগাদ মাদারীপুর মহকুমা গঠিত হলেও এটি ফরিদপুরভুক্ত হয়েছিল ১৮৭৩-৭৪ সালের দিকে (*Census of Bengal*, 593-594)। বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০১ সালে) জেলার বিদ্যমান প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র ছিল সদর, মাদারীপুর ও গোয়ালন্দ- এই তিনটি মহকুমায় বিভক্ত (*Census of India*, 73)। আনুষ্ঠানিকভাবে জেলায় গোপালগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে (*Bangladesh District Gazetteers: Faridpur* 2) ফলে ১৯১১ সালে জেলাটি বিভক্ত হয়েছিল ৪টি মহকুমায় (*Census of India*, 409)। ১৯৪১ সালের জনশুমারির রিপোর্টেও দেখা যায় জেলায় ৪টি মহকুমা ছিল (*Census of India*, 68-69)। দেশভাগের পর এর প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রের তেমন পরিবর্তন হয়নি।

দুই

পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রধান বিভাগ ছিল চট্টগ্রাম। বস্তুত চট্টগ্রাম একটি অতি প্রাচীন শহর এবং এর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নাগরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এটি বন্দর শহর হিসেবে বেড়ে উঠে। সতেরো শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, কিন্তু এর পরে আরাকানী মগদের ঘন ঘন আক্রমণ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের হামলার

কারণে এর উন্নয়ন ব্যাহত হয় (আহমেদ ১৮৫)। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকে নিয়মিত ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা শুরু হয়। ১৮৪৫ সালে মহকুমা প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার নিয়ে গড়ে উঠেছিল এ জেলার মহকুমা প্রশাসন। পরে ১৮৫৪ সালে কক্সবাজারে কয়েকটি থানা (কক্সবাজার, চকোরিয়া, মহেশখালী ও টেকনাফ) নিয়ে কক্সবাজার মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে দুটো মহকুমা ছিল (*Census of Bengal* xvii)। জেলা ও মহকুমার প্রশাসন ব্যবস্থা কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। চট্টগ্রাম পোর্টের প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য ১৮৮৭-৮৮ সালে 'A Port Trust' সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনিক সংস্থার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন যথাক্রমে কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। চট্টগ্রাম পোর্টের প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য পোর্ট ট্রাস্ট কমিশনার এবং বন্দর অফিসার, একজন কার্যনির্বাহী অফিসার, একজন বন্দর প্রকৌশলী, একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, একজন সরকারি প্রকৌশলী এবং জাহাজ নির্মাতা শীঘ্রই নিয়োগ দেয়া হয় (*Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong* 157; Khan 105)। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর নতুন প্রদেশে চট্টগ্রামের গুরুত্ব বাড়তে থাকে যদিও এ বিভাজন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

চট্টগ্রাম বিভাগের অপর জেলা ত্রিপুরা ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দিওয়ানি লাভের পর ত্রিপুরাকে দুই ভাগে ভাগ করে। এক: চাকলা রৌশনাবাদের দায়িত্বে থাকে ইংরেজ রেসিডেন্ট। দুই: ত্রিপুরা ও নোয়াখালী ঢাকার রাজস্ব কর্মচারীর হাতে অর্পিত হয়। ১৭৮১ সালে কোম্পানি বর্তমানের কুমিল্লা ও নোয়াখালী নিয়ে ত্রিপুরা (Tippera) নামে একটি জেলা গঠন করেন। জেলা গঠনের পর থেকে বহুবার আয়তন রদবদল হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর কুমিল্লা বা ত্রিপুরা নতুন প্রদেশের মধ্যে পড়ে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এটি ত্রিপুরা জেলা নামেই পরিচিত থাকে। ১৯৬০ সালের ১ অক্টোবর এক প্রশাসনিক আদেশ বলে ত্রিপুরা নাম পরিবর্তন করে নাম দেয়া হয় কুমিল্লা (চৌধুরী, চৌধুরী ও যাকারিয়া ২-৩)। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে বাংলার ১৬ তম জেলা ছিল। এসময় ত্রিপুরাকে (কুমিল্লা) ঢাকা বিভাগে যুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৮৮০ সালে তা আবার চট্টগ্রামে ফিরে যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা অংশের একটি জেলা হয় কুমিল্লা (*Population Census of Pakistan: Comilla* I-8)। ১৭৯০ সালে জেলা গঠনের পর জন বুলার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮২১ সালে জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে নোয়াখালী কালেক্টর সৃষ্টি হয়। কোম্পানি আমলে কয়েকটি প্রাচীন জমিদার পরিবারের উত্থান ও নতুন জমিদারির উত্থান কুমিল্লার ইতিহাসে একটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনা। কোম্পানির রাজস্বনীতি এই পরিবারগুলোর ভাঙ্গাগড়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী। পশ্চিম গাঁয়ের জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা কুমিল্লার (১৮৩৪-১৯০৩) অন্যতম জমিদার। যিনি নারী শিক্ষার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন (চৌধুরী, চৌধুরী ও যাকারিয়া ১৬৯)। চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা হলো নোয়াখালী। নোয়াখালীর নাম আগে ছিল ভুলুয়া (*Bangladesh District Gazetteers: Noakhali* 1)। ১৮২১ সালে ভুলুয়া বৃহত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে। এর প্রায় ৫০ বছর পর ১৮৬৮ সাল থেকে সরকারি নথিপত্রে ও জনসাধারণের মধ্যে ভুলুয়া নাম পরিবর্তিত হয়ে জনপ্রিয় নোয়াখালী নামটি চালু হয়। স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে গঠিত হওয়ার সময় জেলা সদর সুধারাম বা নোয়াখালী টাউন বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে ছিল। জেলা সদরের ছয় মাইল দূরে তক্তাখালী বাজারের পাশ দিয়ে জালছিঁড়া নদী প্রবাহিত হতো। তারও দু'তিন মাইল দক্ষিণে ইছাখালী ঘাটে ছিল শেষ রেলস্টেশন ও স্টীমার স্টেশন। ১৯২২ থেকে ১৯৩২ এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৪টি ভাঙ্গনের পর (*Bangladesh District Gazetteers: Noakhali* 49-50) নোয়াখালী তার নিজস্ব স্থানসহ দর্শনীয় সৌধগুলো সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে ফেলে।

১৮৬৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তথা সরকারি গেজেট বা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সিলেট জেলাকে মোট ৪টি মহকুমা, যথা- সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জ-এ বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম গঠিত হয়েছিল সুনামগঞ্জ মহকুমা। এর পরের বছর (১৮৭৮) গঠিত হয়েছিল হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ মহকুমা। সিলেট সদর মহকুমা বড় হওয়ায় ১৮৮২ সালে 'মৌলভীবাজার' নামক মহকুমায় বিভক্ত হয় যাকে দক্ষিণ সিলেট বলা হতো। ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বহুল আলোচিত বঙ্গভঙ্গ হলে সিলেট নবসৃষ্ট পূর্ব বাংলা ও আসাম (Eastern Bengal and Assam) প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হলে সিলেট আবার আসাম প্রদেশের অন্তর্গত হয় এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত আসামের অন্তর্গত জেলা ছিল (*East Pakistan District Gazetteers: Sylhet* 352-354)। আসাম ও তার আশপাশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো পাকিস্তানের অংশ হবে কিনা সে ব্যাপারে রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা করা হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই। এই রেফারেন্ডাম উপলক্ষে পূর্ব বাংলাসহ ভারতের বিখ্যাত মুসলিম নেতাগণ এসময় সিলেট অবস্থান করে জনগণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দানে উদ্বুদ্ধ করেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ গণভোটে সিলেট ও তার পার্শ্ববর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের জনগণ পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে তাদের রায় দেন। কিন্তু বাটোয়ারার সময় পার্শ্ববর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো এমনকি মূল সিলেট জেলার করিমগঞ্জ ও বাতাবাড়িসহ চারটি থানা আসামের অংশরূপে ভারতের অঙ্গীভূত করা হয় (মান্নান ২৮৯)। সিলেট বরাবরই একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। বিশ শতকের গোড়াতেই সিলেট মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

তিন

রাজশাহী মুসলিম আমলের পূর্ব থেকেই একটি ঐতিহাসিক জনপদ। পদ্মা নদীর উত্তর পাশে রাজশাহী অবস্থিত। এটি ব্রিটিশ আমলে রামপুর-বোয়ালিয়া নামে পরিচিত ছিল। রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় জেলার সদরদপ্তর স্থানান্তরিত হয় ১৮২৫ সালে। ১৮২৫ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলার সদরদপ্তর ছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দীঘাপতিয়া জমিদারির প্রধান কেন্দ্রস্থল নাটোর। কিন্তু নিচু জমি ও জলাবদ্ধতার কারণে নাটোর বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। ফলে জেলার সদরদপ্তর স্থানান্তরিত হয়েছিল পদ্মার উত্তর-তীরের 'রামপুর-বোয়ালিয়া' অঞ্চলটিতে। সদরদপ্তর স্থানান্তরিত হওয়ার থেকে নাটোর মহকুমা সদরদপ্তর হিসেবে পরিচিত হয়। আর নওগাঁ মহকুমা গড়ে উঠে ১৮৭৭ সালে (*Bangladesh District Gazetteers: Rajshahi* 38)। ১৯২১ সাল পর্যন্ত কাগজে-কলমে এ নামটি লক্ষ করা যায় (*Census of India: part-ii*, 12)। এ স্থানান্তরের সাথে সাথে এখানে প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে ব্রিটিশ কর্মচারীরা আসেন। রাজা ও জমিদারদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক তৈরি হয়। ক্রমেই জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে (রহমান ১৩৫১-১৩৫২)। তবে ১৮২৫ সালে বিভাগীয় সদরদপ্তর স্থাপিত হলেও অন্যান্য জেলার সাথে রেল যোগাযোগ না থাকায় বিভাগীয় কমিশনার ১৮৮৮ সালে তার দপ্তর স্থানান্তরিত করেন জলপাইগুড়িতে। তা সত্ত্বেও রাজশাহীর বিকাশ ব্যাহত হয়নি। ফৌজদারী ও দিওয়ানি আদালত, পুলিশ প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারি অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের আগমন ঘটে। ১৯১২ সালে স্যাডলার কমিশন কর্তক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ থেকে শিক্ষা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে রাজশাহীর স্বীকৃতি মেলে। নাটোর জমিদারিকে কেন্দ্র করে মূলত নাটোর শহরের প্রতিষ্ঠা। বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের (১৭০১-১৭২৭) সময়ে রঘুনন্দন নিজ যোগ্যতায় সুবে বাংলার অর্থবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা দেওয়ান/দিওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সুবেদারের প্রিয়ভাজন হলে তার পুরস্কারস্বরূপ ১৭০৬ সালে ভাই রামজীবনের নামে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। নাটোর উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে রামজীবনের দত্তক পুত্র রাজা রামকান্তের স্ত্রী রাণী ভবানীর রাজত্বকালে। ব্রিটিশ আমলের জমিদারগণ

সবাই ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর নাটোরের জমিদারগণ কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে ঐ বাড়িগুলো ক্রমেই ভগ্নদশায় পরিণত হয় (সরকার ১৭-৫৭)। রাজশাহী জেলা ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে মালদা জেলার ৫টি থানা- নবাবগঞ্জ, নাচোল, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট এবং শিবগঞ্জ লাভ করে। এই ৫টি থানা নিয়ে ১৯৪৭ সালে নবাবগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়। এর আগে এটি শুধু থানা ছিল (*Bangladesh District Gazetteers: Rajshahi* 282)। রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত বগুড়া জেলার প্রধান শহর হিসেবে বগুড়া পরিচিত। এটি করতোয়া নদীর পশ্চিম দিকে বগুড়া জেলার প্রধান শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। ১৮২১ সালে যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেসির প্রতিষ্ঠাকালে জেলার সদরদপ্তর ঘোষণা করা হয় (Hunter vol. viii: 186)। ১৮৭২ সালের প্রথম জনশুমারির কাল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমলের শেষ জনশুমারির (১৯৪১) সময় অবধি এই সাত দশকেও জেলা হিসেবে বগুড়া ছিল অখণ্ড, জেলা সদরকেন্দ্রিক বা মহকুমাবিহীন (*Census of India*, 66; *Census of Pakistan*, S1-13)। সুতরাং এ থেকে বলা যেতে পারে, বস্তুত বগুড়াই হচ্ছে পূর্ব বাংলার একমাত্র জেলা, যেটি পর্যালোচ্য সময়ের মধ্যে অখণ্ডিত অর্থাৎ মহকুমাবিহীন অবস্থায় ছিল।

পূর্ব বাংলার উত্তরের জেলা হলো দিনাজপুর। এটি ছিল জেলার প্রশাসনিক সদরদপ্তর যা পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত (Hunter vol. vii: 384) । ১৮৬৬ সালে জেলার সদর মহকুমা ও ১৮৮২ মতান্তরে ১৮৮৭ সালে ঠাকুরগাঁও মহকুমা সৃষ্টি হয় (ইসলাম ২১৮)। বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০১) চতুর্থ জনশুমারিকালেও জেলার মহকুমা সংখ্যা পরিবর্তিত হয়নি (*Census of India*, 59)। ১৯১১ সালের জনশুমারিতে বালুরঘাট নামে আরেকটি মহকুমার পরিচয় মেলে (*Census of India*, 430)। দেশভাগের পর দিনাজপুর সদর ও ঠাকুরগাঁও এ দুটি মহকুমাই বিদ্যমান থাকে (*Census of Pakistan*, 1-4)। কারণ জেলা দিনাজপুর ১৯৪৭ সালে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল সীমানা কমিশন দ্বারা। এসময় র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ দ্বারা অবিভক্ত দিনাজপুরের ৩০টি থানার মধ্যে ৯টি থানার পুরো অংশ আর একটি থানার অংশ বিশেষ পশ্চিম বাংলার সাথে যুক্ত হয়। ২০টি থানা পূর্ণাঙ্গভাবে পূর্ব বাংলায় থাকে এবং একটি থানার অংশ বিশেষ পূর্ব বাংলায় যুক্ত হয় (*Population Census of Pakistan: Dinajpur* I: 8)। রাজশাহী বিভাগের আরেকটি বড় ও প্রাচীন জেলা হলো রংপুর। ১৮৫৭ সালে ভবানীগঞ্জ নামে একটি মহকুমা সৃষ্টি করা হয়েছিল। যা পরে গাইবান্ধা নামে পরিচিত হয় (Hunter vol. vii: 345)। পরে সদর মহকুমা ভেঙ্গে প্রথমে 'কুড়িগ্রাম' (১৮৭২) ও 'নীলফামারী' (১৮৭৫) নামে দুটো নতুন মহকুমা সৃষ্টি করা হয়েছিল। স্বভাবতই তখন জেলায় মহকুমার সংখ্যা উন্নীত হয়েছিল ৪টিতে। ১৮৮১ সালের দ্বিতীয় জনশুমারির রিপোর্টে সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে (*Census of Bengal*, 582-585)। ১৯৪১ সালে এই মহকুমা ৪টির অধীনে থানা ছিল ৩০টি; এগুলোর নামও আগের মতোই ছিল (*Census of India*, 65-66)। রংপুর জেলার রংপুর সদর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ছিল মহকুমা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলার অপর কয়েকটি জেলা খণ্ডিত ও সঙ্কুচিত হলেও জেলা হিসেবে রংপুর সেই তালিকায় পড়েনি।

রাজশাহী বিভাগের তথা উত্তর বাংলার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জেলা হলো পাবনা ও বগুড়া। ১৮২৮-৩২ সালের মধ্যে রাজশাহী থেকে থানা শাহজাদপুর, খেতুপাড়া, রাণীগঞ্জ, মথুরা ও পাবনা এবং যশোহর থেকে কুষ্টিয়া, মধুপুর, দিরামপুর ও খোকসা থানা নিয়ে গঠিত হয় পাবনা জেলা (Hunter vol. viii: 21)। জেলা হিসেবে পাবনার গঠন প্রক্রিয়া ১৮২৮ সালে শুরু হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা গঠিত হয় ১৮৩২ সাল নাগাদ। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে ১৮৫৫ সালে যখন ময়মনসিংহ থেকে সিরাজগঞ্জ নিয়ে পাবনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় এবং ১৮৬২-৬৩ সালে কুষ্টিয়াকে পাবনা থেকে নদীয়ায় স্থানান্তর করা হয় (Hunter vol. ix: 269-270)। মোটামুটি এই ছিল ১৮৭২

সাল পর্যন্ত পাবনার প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে (১৯২১ সাল) মহকুমার সংখ্যা ছিল একই রকম (*Census of India: part-iii*, 70)। ব্রিটিশ যুগের শেষ দশকের তথা ১৯৪১ সালে সম্পন্ন অষ্টম ভারতীয় জনশুমারির রিপোর্ট থেকে প্রতীয়মান হয়, তখনও জেলার মহকুমা ও থানার সংখ্যা আগের মতো একই অর্থাৎ অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের সময়ও পরিবর্তন হয়নি (*Census of India*, 66; *Census of Pakistan* , 1: 1-10)। সমগ্র ব্রিটিশ যুগে অবিভক্ত বাংলায় খুলনা নামে কোন বিভাগ ছিল না। বর্তমান খুলনা বিভাগের প্রধান বা মূল জেলাগুলো তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগকালে পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা অংশে পড়েছিল খুলনা জেলা সম্পূর্ণ এবং যশোহর ও নদীয়া জেলা খণ্ডিতরূপে। শেষোক্ত জেলা দুটির কয়েকটি মহকুমা মাত্র পূর্ব বাংলাভুক্ত হয়েছিল। আবার জেলার নাম খুলনা ও যশোহর বহাল থাকলেও নদীয়ার অন্যতম মহকুমা কুষ্টিয়া পূর্ব বাংলার জেলা হিসেবে স্ব-নামে গৃহীত হয়েছিল (ইসলাম ২৪০)। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মহকুমা খুলনা গঠিত হয় ১৮৪২ সালে (Hunter vol. vii:318)। আর এই ঘটনার ৪-দশক পরে, ১৮৮২ সালের ১৪ এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুলনা জেলা (ইসলাম ২৪১)। ১৮৬১ সালে যশোহর জেলার অধীনে সাতক্ষীরা মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৮২ সালে এ মহকুমাকে খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৭৮৬ সালে যশোহর জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮৪৫, ১৮৬০-১৮৬১, ১৮৬২ ও ১৮৬৩ সালে যথাক্রমে 'মাগুরা', 'নড়াইল', 'ঝিনেদা' ও 'বাগেরহাট' মহকুমা সৃষ্টি করা হয় (Hunter vol. vii: 318-319)। ১৮৭২ সালের প্রথম জনশুমারিতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের যশোহর জেলায় সদর, ঝিনেদা, মাগুরা, নড়াইল, খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা ছিল (*Census of Bengal* ix)। ১৮৭১-৭২ সাল পর্যন্ত যশোহর জেলার সঙ্গে খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা একীভূত ছিল। ১৮৮২ সালে যখন খুলনা জেলা সৃষ্টি হয়েছিল তখন যশোহর থেকে এ দুটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। বিশ শতকের শুরুতে ১৯০১ সালে জেলার প্রশাসনিক অবস্থা মোটামুটি এরকমই ছিল (*Census of India*, 30)। ১৯১১ সালে যশোহর সদর, ঝিনেদা, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁও মহকুমা ছিল। শেষোক্ত মহকুমাটি সীমানা কমিশন দ্বারা প্রভাবিত হয় (*Census of India*, 405-406)। ব্রিটিশ যুগে কুষ্টিয়া বলে কোন জেলা ছিল না অবিভক্ত বাংলায়। দেশভাগের পূর্বে এটি নদীয়া জেলার অংশ (মহকুমা) ছিল। ১৮৭২ সালে কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর মহকুমা নিয়ে অবিভক্ত নদীয়া জেলা গঠিত হয় (*Census of Bengal* viii)। কুষ্টিয়ার প্রাচীনতম মহকুমা মেহেরপুরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৪ সাল। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা মহকুমা। তবে ১৮৯২ সালেই আবার বিলুপ্ত করে পুনরায় ১৮৯৭ সালের ১৫ মার্চ একে গড়ে তোলা হয়। আর কুষ্টিয়া মহকুমা গড়ে তোলা হয় ১৮৬০ সালে (*Bengladesh District Gazetteers: Kushtia* 203)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা অংশে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা নিয়ে কুষ্টিয়া এবং কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট নিয়ে নদীয়া জেলা গঠিত হয় পশ্চিম বাংলায়।

পূর্ব বাংলার ব্রিটিশ প্রশাসকবৃন্দ কখনও স্থানীয়ভাবে আবার কখনও নিজেদের সংস্কার কাজের অংশ হিসেবে প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন করেছেন। বৃহৎ প্রশাসনিক ইউনিট 'বিভাগ' সৃষ্টির পর পুরো ব্রিটিশ আমলে এর কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে জেলার সংখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকবর্গের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক কাজ সহজ করার জন্য এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এর সাথে যুক্ত হয় ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট মহকুমা। বিভাগ পরবর্তী পূর্ব বাংলা অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ব্রিটিশ শাসকবর্গের সৃষ্ট ব্যবস্থারই অনুরূপ। ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠা মহকুমা পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে দেয়। শুধু সংস্কার কাজের অংশ হিসেবে নয়, পূর্ব বাংলার গুরুত্ব বিবেচনা করে তারা বিভিন্ন অঞ্চল গড়ে তোলার

চেষ্টা করেছেন। এই অধিক্ষেত্রগুলোই পূর্ব বাংলার সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন। 'নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতহাস (তৃতীয় খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন। 'ঢাকা- একটি নগর গড়ে ওঠার কাহিনী', *সুন্দরম্, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা*। গ্রীষ্ম সংখ্যা, ৩য় বর্ষ ও ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৯৬, মে-জুলাই ১৯৮৯।

আলী, কাজী আজহার। *বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশন, ২০০৩।

ইসলাম, কাবেদুল। *ইংরেজ আমলে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস (১৭৬৫-১৯৪৭)*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০১০।

জাফর, সিকান্দার আবু। 'কালের স্বাক্ষী রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল', মোঃ মাহবুবুর রহমান (সম্পাদিত), *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

প্যাট্রিক গেডেডস, অনুবাদ ও ভূমিকা আবদুল মোহাইমেন, *ঢাকা নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা*, প্রতিবেদন ১৯১৭, ঢাকা গ্রন্থমালা-৮, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯৯।

ফিরোজা বেগম চৌধুরী, ড. এম. আই. চৌধুরী ও আবুল কাসেম মোহাম্মদ যাকারিয়া। 'ভূতাত্ত্বিক ভৌগোলিক পরিচয়', *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, কুমিল্লা: জেলা পরিষদ, ১৯৮৪।

ভূইয়া, ড. গোলাম কিবরিয়া। 'বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা: প্রসঙ্গ স্থানীয় ইতিহাস চর্চা', *কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ বক্তৃতামালা: ২০০৮-২০১২*। গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া সম্পাদিত, চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

ভূইয়া, ড. গোলাম কিবরিয়া (অনূদিত) । *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস (বৃহত্তর বরিশাল জেলা)* । মূল: এইচ. বিভারিজ বি. সি. এস., প্রথম সংস্করণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: প্রকাশনা ও গবেষণা সেল, ২০১৪।

মামুন, ড. মুনতাসীর। *১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল। *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*। সপ্তম মুদ্রণ, ঢাকা: কথামেলা, ২০১২।

সরকার, সুজিত। *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯।

Dani, Ahmad Hasan. *Dacca: A Record of its Changing Fortunes*. Dacca: Second revised & enlarged edition, 1962.

Karim, Abdul. *Dacca: The Mughal Capital*. First Published, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1964.

Khatun, Habiba. 'Pre-Mughal Dhaka', Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*. First Published, Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh, 1991.

Misbahuddin Khan, *History of the Port of Chittagong*, Reprint, Dhaka: University Press Limited, 2002.

Molla, M. K. U. *The New Province of Eastern Bengal & Assam (1905-1911)*. Rajshahi University: The Institute of Bangladesh Studies, 1981.

Muhit, A. M. A. *The Deputy Commissioner in East Pakistan*. First Edition, Dacca: National Institute of Public Administration, 1968.

Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts. Dacca: Bangladesh Government Press, 1971.

Bangladesh District Gazetteers: Faridpur. Dacca: Bangladesh Government Press, 1977.

Bengladesh District Gazetteers: Kushtia, Dacca: Bangladesh Government Press, 1976.

Bangladesh District Gazetteers: Noakhali, Dacca: Bangladesh Government Press, 1977.

Bangladesh District Gazetteers: Rajshahi, Dacca: Bangladesh Government Press, 1976.

Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong, 1908.

East Pakistan District Gazetteers: Dacca, Dacca: East Pakistan Government Press, 1969.

East Pakistan District Gazetteers: Sylhet, Dacca: East Pakistan Government Press, 1970.

Hunter, W. W., *A Statistical Account of Bengal*, First Indian Reprint, Delhi: DK Publishing House, 1973.

Population Census of Pakistan, District Census Report, Bakerganj, 1961.

Population Census of Pakistan, District Census Report, Comilla, 1961.

Population Census of Pakistan, District Census Report, Dinajpur, 1961.

*Report on the Administration of Civil Justice in the Province of East Bengal during the period from the 15th August, 1947 to the 31th December, 1947***.** Dacca.

Report on the Census of Bengal, 1872.

Report on the Census of Bengal, Appendix-C, Statements-XXII to XXXI, 1881.

Report on the Census of India, vol. vi, part-i, 1901.

Report on the Census of India, vol. v, Bengal, part-ii, Tables, 1911.

Report on the Census of India, Bengal, vol. v, part-ii, 1921.

Report on the Census of India, vol. v, part-iii, 1921.

Report on the Census of India, vol. v, part-ii, 1931.

Report on the Census of India, Bengal, vol. iv, Tables, 1941.

Report on the Census of Pakistan, East Bengal, vol. 3, part-ii., 1951.